জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন (সংশোধিত) ২০১৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন ২০১৯ এর কতিপয় ধারা ও উপধারা সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তন

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর ২৪ (ঢ) ও ২৬ (৩) ধারা এবং আইনের তফসিলের ২নং সংবিধি অনুযায়ী প্রণীত রেগুলেশন)

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

(ক) এই রেগুলেশন 'বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন' ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই রেগুলেশন অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই রেগুলেশনে

(ক) "কলেজ" অর্থ অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) "গভর্নিং বডি" অর্থ একটি কলেজের গভর্নিং বডি যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩নং সংবিধি অনুসারে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত;

(গ) "অধ্যক্ষ" অর্থ অধিভুক্ত এবং অংগীভূত কলেজ/প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক প্রধান;

(ঘ) "উপাধ্যক্ষ" অর্থ কলেজের উপাধ্যক্ষ;

(ঙ) "শিক্ষক" অর্থ কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ স্থায়ী বা অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক। কলেজের গ্রন্থাগারিক প্রদর্শক ও শরীরচর্চা শিক্ষকও শিক্ষক বলিয়া গণ্য হইবেন;

(চ) "খণ্ডকালীন শিক্ষক" অর্থ নিয়োগপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। এই রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলীতে বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলে ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ছ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। শিক্ষকদের শ্রেণি বিভাগঃ

(ক) একটি কলেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, প্রদর্শক, শরীরচর্চা শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক থাকিবে। কোন কলেজে একাধিক শিফট থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রতি শিফটের জন্য একজন করিয়া উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যাইবে। যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিয়োগ সম্পন্ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

(খ) অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক-এর পদ সৃষ্টি করিতে হইলে পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং কলেজ তহবিল হইতে বেতন পরিশোধের অঙ্গীকারনামা, গভর্নিং বডির গৃহীত সিদ্ধান্তসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে পদ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(গ) শূন্য পদ না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করা যাইবে না। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের স্বার্থে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে সৃষ্ট পদে নিয়োগদান করা যাইবে। উল্লেখ্য যে, সৃষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে অপরাগতা প্রকাশ করিলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত ০২(দুই) জন বিষয় বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসরণে সৃষ্ট পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে। নিয়োগ প্রাপ্তদের বেতন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কলেজ বহন করিবে। এমপিওভুক্তকরণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দায়বদ্ধতা থাকিবে না।

(ঘ) একটি কলেজে কর্মরত কোনো ব্যক্তি অপর একটি কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির জন্য নির্বাচিত হইলে নতুন কলেজে যোগদানের পূর্বে যে কলেজে তিনি কর্মরত ছিলেন সেই কলেজ হইতে এই মর্মে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে যে, তাঁহার নিকট সাবেক কলেজের কোন পাওনা নাই এবং ঐ কলেজ ত্যাগে কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি নাই।

৪। শিক্ষক পদে নিয়োগ/পদোন্নতির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

(ক) অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত (সাধারণ কলেজ) ঃ

১. অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকিতে হইবে। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি ও স্নাতক পর্যায়ে একটি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে। উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা পাঠদানকারী কোনো কলেজের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপকগণ (এমপিওভুক্ত) উল্লিখিত পদে আবেদন করিতে পারিবেন।

আবেদনকারীকে স্নাতক পর্যায়ে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসরসহ কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে সর্বমোট ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

আবেদনকারীকে অবশ্যই ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে ০৩ (তিন) বৎসর অথবা সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। তবে উচ্চমাধ্যমিক কলেজ পর্যায়ে অধ্যক্ষ হিসাবে ৫ম গ্রেডে ০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞাতাসহ ১৫ (পনের) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিলে তাঁহারাও আবেদন করিতে পারিবেন।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

২. (i) কলেজের অধ্যক্ষ পদ শূন্য হইলে/অধ্যক্ষের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে উপাধ্যক্ষ/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতম ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের যে কোন একজনকে দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজে যোগদানের তারিখ হইতে জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হইবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের মেয়াদকাল ০৬ (ছয়) মাস। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগদান করিতে ব্যর্থ হইলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত আবেদন/কাগজপত্র/কার্যবিবরণী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা গৃহীত হইবে না। এছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রভাষক কখনও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিলে তাহা হইবে চলতি দায়িত্ব; তাহার মেয়াদ কোনভাবেই ০৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না। উল্লেখ্য যে, উপাধ্যক্ষসহ জ্যেষ্ঠতম ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের মধ্য হইতে কেহ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে অপরাগতা প্রকাশ করিলে কলেজ কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে (যথাযথ তথ্য সম্বলিত) ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

(ii) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত/স্বীকৃত বিষয়সমূহের শিক্ষকদের মধ্যে হইতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(iii) কলেজে কর্মরত শিক্ষক তালিকা অনুসারে জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকদের মধ্যে যদি কোনো শিক্ষক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোন বিষয়ের না হন, সেক্ষেত্রে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(iv) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গভর্নিং বডির রেজুলেশন, নিয়োগ ও যোগদান পত্রের কপি, এমপিও শীট, কর্মরত শিক্ষকদের তালিকা এবং অধিভুক্তি নবায়ন পত্রের হালনাগাদ কপিসহ বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

(v) অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় স্ব-স্ব কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার নথিপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের নিকট যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কলেজের সভাপতি/অধ্যক্ষ/শিক্ষক/কর্মচারী কেহই কলেজ গভর্নিং বডি/এডহক কমিটির সভার রেজুলেশন বহিসহ অন্যান্য নথিপত্র ব্যক্তিগত জিম্মায় সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না।

৩. অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাহা গভর্নিং বডির সভাপতিকে লিখিত ভাবে অবহিত করিবেন এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিবেন। গভর্নিং বডির সভায় তাহা উপস্থাপন করিবেন এবং বিধি অনুযায়ী অধ্যক্ষ পদের জন্য প্রার্থী হইবেন না এমন একজনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং নতুন অধ্যক্ষ যোগদান পর্যন্ত দায়িত্বরত থাকিবেন।

(খ) **উপাধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত (সাধারণ কলেজ) ঃ**

উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকিতে হইবে। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি ও স্নাতক পর্যায়ে একটি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে। উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা কলেজের উপাধ্যক্ষ/ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপকগণ উল্লিখিত পদে আবেদন করিতে পারিবেন।

আবেদনকারীকে স্নাতক পর্যায়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বৎসরসহ সাধারণ কলেজ পর্যায়ে সর্বমোট ১২ (বার) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

(গ) **সহযোগী অধ্যাপক হইতে অধ্যাপক (নিয়োগ/পদোন্নতি) ঃ**

সহযোগী অধ্যাপক হইতে অধ্যাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকিতে হইবে। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি ও স্নাতক পর্যায়ে একটি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে। আবেদনকারীকে স্নাতক পর্যায়ের কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসরসহ সাধারণ কলেজ পর্যায়ে সর্বমোট ১৫ (পনের) বৎসরের শিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। শিক্ষক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশনা ও গবেষণাধর্মী পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা থাকিলে নিয়োগ/পদোন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবে।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এবং গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঘ) **সহকারী অধ্যাপক হইতে সহযোগী অধ্যাপক (নিয়োগ/পদোন্নতি) ঃ**

সহকারী অধ্যাপক হইতে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকিতে হইবে। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি ও স্নাতক পর্যায়ে একটি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে। আবেদনকারীর স্নাতক পর্যায়ের কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসরসহ সাধারণ কলেজ পর্যায়ে সর্বমোট ১২(বার) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। শিক্ষক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশনা ও গবেষণাধর্মী পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা থাকিলে নিয়োগ/পদোন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এবং গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) **প্রভাষক হইতে সহকারী অধ্যাপক (নিয়োগ/পদোন্নতি) ঃ**

প্রভাষক হইতে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকিতে হইবে। শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে না। স্নাতক পর্যায়ের কলেজে প্রভাষক পদে ০৮ (আট) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। চাকুরীকাল অবশ্যই সন্তোষজনক হইতে হইবে। শিক্ষক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশনা ও গবেষণাধর্মী পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা থাকিলে নিয়োগ/পদোন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এবং গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(চ) **প্রভাষক ঃ**

১। দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না। চাকুরীতে প্রথম প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর (নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এনটিআরসিএ-র সনদপ্রাপ্তগণ সৃষ্ট পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

২। **প্রফেশনাল বিষয়সমূহের শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/যে কোন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়েস্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকিতে হইবে। তবে শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এবং গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ছ) প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে নিয়োগ/পদোন্নতির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক প্রতিনিধির মাধ্যমে গঠিত নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশ থাকিতে হইবে। বিধি অনুযায়ী প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক-এর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। অধ্যাপক পদের জন্য চতুর্থ এবং সহযোগী অধ্যাপকের জন্য ৫ম বেতন গ্রেড নির্ধারিত হইবে। নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনক্রম এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিবে। তবে উক্ত শিক্ষকদের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট কলেজকে বহন করিতে হইবে।

নোট ১ ঃ সৃষ্ট পদে নিয়োগকৃত (অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদানের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষকসহ) শিক্ষকগণকে নির্ধারিত বেতনস্কেল অনুযায়ী নিয়মিতভাবে কলেজ তহবিল হইতে শতভাগ বেতন প্রদান করিতে হইবে।

নোট ২ ঃ অধিভুক্ত কলেজ/প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিভিন্ন পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে নির্বাচনী বোর্ড গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন গ্রহণপূর্বক নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করিয়া গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত এবং নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

নোট ৩ ঃ যথাযথ বিধি অনুসরণপূর্বক সৃষ্ট পদে নিয়োগকৃত স্নাতক (পাস) পর্যায়ে নন এমপিও শিক্ষকগণকে নির্ধারিত বেতনস্কেল অনুযায়ী নিয়মিতভাবে কলেজ তহবিল হইতে শতভাগ বেতন প্রদান করিতে হইবে।

নোট ৪ ঃ ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে নিয়োগ কার্য সম্পাদন করিয়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী বোর্ডের কার্যবিবরণীসহ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিবেন।

(জ) **প্রদর্শক ঃ**

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। তবে কম্পিউটার বিষয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান সহ কম্পিউটারে ডিপ্লোমা থাকিতে হইবে। শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এবং গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঝ) **শরীরচর্চা শিক্ষক ঃ**

যে কোন বিষয়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বি.পি.এড. ডিগ্রী থাকিতে হইবে। শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এনটিআরসিএ-র সনদপ্রাপ্তগণ সৃষ্ট পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

- জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এবং গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঞ) **নিয়োগ পরীক্ষা ঃ** শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মানবন্টন নিম্নরূপে হইবে ঃ

১. শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মোট নম্বর হইবে ৫০, যা নিম্নরূপে বন্টিত হইবে:

লিখিত (বিষয় ভিত্তিক) পরীক্ষা	-	২৫ নম্বর
শিক্ষাগত অর্জন (সনদ)	-	১২ নম্বর
মৌখিক পরীক্ষা	-	১৩ নম্বর
লিখিত পরীক্ষার		পাস নম্বর- ৯
মৌখিক পরীক্ষার		পাস নম্বর- ৫

নির্বাচিত হওয়ার জন্য লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ নম্বর পাইতে হইবে।

২. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রশাসনিক দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা ও বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশ্ন থাকিবে। এক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর হইবে ১০ (দশ) এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর হইবে ৬ (ছয়)।

৩. অধ্যক্ষ পদে যে সকল প্রার্থীর বয়স ৫৫ (পঞ্চান্ন) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তাহারা স্থায়ী নিয়োগ লাভ করিতে পারিবেন না।

(ট) শিক্ষকগণ প্রথম নিয়োগকালীন যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি/চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

৫। **শিক্ষক নির্বাচনী কমিটি**

(ক) নির্বাচনী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে ঃ

১. গভর্নিং বডির সভাপতি বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি	সভাপতি
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত প্রতিনিধি (অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয় বিশেষজ্ঞ)	১ জন
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (যিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনয়নের পূর্বেই মনোনীত হইবেন)	১ জন
[অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হইবে কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যাপক]:	
৪. গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনিত (গভর্নিং বডির সদস্য) প্রতিনিধি	১ জন
৫. সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সদস্য-সচিব	

নোট ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো ০১(এক) জনকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দিবেন।

(খ) তবে জাতীয় সংসদ সদস্য ব্যতীত নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের কোন সদস্যই স্নাতক ডিগ্রীধারীর নীচে হইতে পারিবেন না।

(গ) গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং ০১ (এক) টি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অবশ্যই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ঘ) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষককে নির্বাচনী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নিং বডি নিয়োগদান করিবে।

(ঙ) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত প্রার্থীকে নিয়োগদানের পূর্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ও যোগদান গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় এ নিয়োগ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) সুপারিশপ্রাপ্ত ও নিয়োগকৃত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণকসহ গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশী ঃ**

(ক) শিক্ষানবিশকাল সাধারণতঃ স্থায়ী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ২(দুই) বৎসর হইবে, তবে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ ১ (এক) বৎসর হইবে।

(খ) নির্ধারিত শিক্ষানবিশকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তোষজনক চাকুরীর ভিত্তিতে গভর্নিং বডি একজন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে নিয়োগদান করিবে। শিক্ষানবিশ কাল শেষ হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে গভর্নিং বডিকে এ বিষয়ে একটি কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

(গ) কোন শিক্ষানবিশ শিক্ষকের কাজের গুণগতমান ও আচরণ সন্তোষজনক না হইলে এবং অদূর ভবিষ্যতে সন্তোষজনক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে গভর্নিং বডি তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিতে অথবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে পূর্ব পদে বহাল করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, অদূর ভবিষ্যতে কাজের গুণগত মান অথবা আচরণ সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে গভর্নিং বডি তাঁহার শিক্ষানবিশীকাল অনুর্ধ ১ (এক) বৎসর বাড়াইতে পারিবে।

৭। গভর্নিং বডির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রত্যেক শিক্ষককে একটি নিয়োগপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং এই পত্রে নিয়োগের তারিখ, পদ, বেতনক্রম, বেতন-ভাতাদি ও চাকুরীর শর্তাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে। ইহা ব্যতীত সাময়িক নিয়োগের ক্ষেত্রে কত দিনের জন্য নিয়োগ করা হইল, তাহা নিয়োগ পত্রে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৮। **খণ্ডকালীন শিক্ষক ঃ**

কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত যোগ্যতা অনুযায়ী খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগদান করিতে পারিবেন। নিয়োগকৃত খন্ডকালীন শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং গভর্নিং বডির সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ পূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং একজন পূর্ণকালীন শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে একাধিক কলেজে শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না।

৯। **বেতন ও ভাতা ঃ**

প্রত্যেক কলেজে সকল শ্রেণীর শিক্ষকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনক্রম এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিবে।

১০। **খণ্ডকালীন শিক্ষকের সম্মানী ও ভাতা ঃ**

একজন খণ্ডকালীন শিক্ষকের সম্মানী ও ভাতা নিয়োগের পূর্বেই গভর্নিং বডিতে নির্ধারিত হইবে এবং নিয়োগপত্রে তাহা উল্লিখিত থাকিবে।

১১। **উচ্চতর বেতন ঃ**

বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ উচ্চতর বেতনের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (Increment) হইতে অধিক হইবে না।

১২। বিভাগীয় প্রধান ঃ

(i) যে সকল কলেজে অনার্স/স্নাতকোত্তর শিক্ষাকার্যক্রম চালু রহিয়াছে সে সকল কলেজে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে। বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধিভুক্ত বিষয়ের সকল পাঠদানকারী শিক্ষকদের মধ্য হইতে (অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষক) বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে। উল্লেখ্য যে, অনার্স/মাস্টার্স পাঠদানকারী অন্য কোনো কলেজে সংশ্লিষ্ট বিভাগে শিক্ষক হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহা গভর্নিং বডিতে আলোচনাপূর্বক চাকুরীকাল গণনা করিয়া জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা যাইবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক থাকিলে প্রভাষকের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের সুযোগ নাই। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ০৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গভর্নিং বডি কর্তৃক পরিবর্তিত হইবে এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে। একাধিক যোগ্য শিক্ষক থাকিলে কোনক্রমেই একজন শিক্ষক এক মেয়াদে ০৩(তিন) বৎসরের বেশি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না। যোগদানের তারিখ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করিতে হইবে। একই তারিখে যোগদান হইলে বয়স অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে। কোনো বিষয়ে যদি সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক না থাকে সেক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রভাষক-কে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে। তবে এ দায়িত্ব হইবে চলতি দায়িত্ব। চলতি দায়িত্বের মেয়াদ ০১ (এক) বৎসরের অধিক হইবে না। প্রভাষকদের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ০১ (এক) বৎসর অন্তর অন্তর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি কর্তৃক পরিবর্তিত হইবে এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

(ii) বিধি মোতাবেক বেতনসহ পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যেই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব আবর্তিত হইবে।

১৩। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) কলেজের শিক্ষকগণ সকল সময়ে সততা ও কর্তব্য পরায়ণতার সহিত কর্ম পালন করিবেন এবং পদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হইবেন।

(খ) নিয়োগের শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে অন্যরূপ উল্লেখ না থাকিলে প্রত্যেক কলেজ শিক্ষক সার্বক্ষণিক শিক্ষকরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) কলেজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপের সহিত কোন কলেজ শিক্ষক নিজকে জড়িত করিবেন না।

(ঘ) একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক ক্লাশ (লেকচার, টিউটোরিয়াল ও প্রাকটিক্যাল) গ্রহণ ;
২. আলোচনা, সেমিনার ও ডেমনষ্ট্রেশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
৩. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান;
৪. পরীক্ষা পরিচালনা, বিজ্ঞান গবেষণাগার সংগঠন এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান;
৫. কলেজের ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

(ঙ) একজন শিক্ষক শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকিবেন।

(চ) একজন শিক্ষক সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে টিউটোরিয়াল, প্রাকটিক্যাল এবং সেমিনারসহ ২৪ পিরিয়ড শিক্ষাদান করিবেন।

(ছ) কোন শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বেতনসহ অথবা বিনা বেতনে কোন কাজ করিতে পারিবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের এবং অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির লিখিত অনুমতিক্রমে ইহা করা যাইবে।

(জ) সাধারণভাবে জনসাধারণ ভোগ করিয়া থাকে এমন সব নাগরিক অধিকার চর্চার এবং সরকারি বা নির্বাচিত পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবার স্বাধীনতা শিক্ষকদের থাকিবে।

(ঝ) যদি কোন শিক্ষককে কোন সরকারি দায়িত্ব বা নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালনের স্বার্থে শিক্ষাদান কর্তব্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে এই দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর জ্যেষ্ঠ্যতা এবং পেনশন প্রাপ্তির সুবিধা বজায় থাকিবে এবং সরকারি বা নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালন শেষে পূর্বতন পদ বা সমমানের পদে প্রত্যাবর্তন করিতে পরিবে।

১৪। **ইস্তফা ঃ**

বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গভর্নিং বডি অন্যরকম কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে চাকুরী হইতে ইস্তফা দান করিতে হইলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) মাস এবং একজন শিক্ষানবিশ শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে ১(এক) মাস পূর্বে ইস্তফাদানের ইচ্ছা লিখিতভাবে কলেজকে অবহিত করিতে হইবে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের ইস্তফার বিষয়টি গভর্নিং বডিতে আলোচনাপূর্বক ইস্তফাপত্র গ্রহণ করিয়া কার্যবিবরণীসহ বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে। এই শর্ত লঙ্ঘিত হইলে অবহিতকরণের সময় ইস্তফাদানের নির্ধারিত সময় হইতে যতদিন কম হইবে ততদিনের বেতন বাজেয়াপ্ত করা যাইবে অথবা গভর্নিং বডি যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবে সেইভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। **অবসর গ্রহণ ও চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি (সাধারণ কলেজ) ঃ**

(ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের কোনো অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষকের বয়স যেই দিন ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হইবে সেই দিন হইতেই কোনোরূপ সেশন বেনিফিট ব্যতিরেকে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, একজন অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষকের বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর অতিক্রম করিলেও গভর্নিং বডি কলেজের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে তাঁহাকে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষকের বেতন কলেজের নিজস্ব তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

১. এইরূপ শিক্ষক সিভিল সার্জন এর নিকট হইতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিবেন;

২. এক সঙ্গে ২ (দুই) বৎসরের বেশী সময়ের জন্য চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে না; এই মেয়াদ বৃদ্ধির কাল নির্ধারণ ভাইস-চ্যান্সেলরের এখতিয়ারধীন;

৩. ৬৫ বৎসর বয়সের পরে এইরূপ চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে না;

৪. চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরে আবেদন করিতে হইবে।

(খ) ঐরূপ চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি গভর্নিং বডির সুপারিশক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(গ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষক হিসাবে মেয়াদ বৃদ্ধি আবেদনকারীদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অনিয়ম ও অভিযোগ পরিলক্ষিত ও প্রমাণিত হইলে সেই অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে না। এক্ষেত্রে চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইলেও তাহা ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বাতিল করিতে পারিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এরূপ অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষকের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনবিহীন কেবলমাত্র গভর্নিং বডিতে আলোচনাপূর্বক নিয়োগ প্রদান বা দায়িত্ব প্রদানের সুযোগ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনবিহীন মেয়াদ বৃদ্ধি অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি এমন কোন তথ্য প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নোট ঃ শিক্ষকদের চাকুরীর বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে স্বপদে দায়িত্ব পালন ব্যতীত অন্য কোন পদে ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

১৬। **চাকুরী হইতে অব্যাহতি ঃ**

কোন শিক্ষক স্বাস্থ্যগত কারণে শিক্ষকতার কার্যে অপারগ হইলে অথবা আর্থিক কারণে গভর্নিং বডি কোন শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত করিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে যদি এই উদ্দেশ্যে গভর্নিং বডি কর্তৃক গঠিত চিকিৎসা বোর্ড এইরূপ সুপারিশ করে এবং সে সুপারিশ গভর্নিং বডি কর্তৃক গৃহীত হয়;

আরও শর্ত থাকে যে, আর্থিক কারণে কোনো স্থায়ী পদ বিলুপ্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাহাকে গভর্নিং বডি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

১৭। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

(ক) পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক স্খলনের জন্য গভর্নিং বডি একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি পেশাগত অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ

১. ক্লাশ গ্রহণে সময়ানুবর্তিতার অভাব অথবা ক্লাশ চলাকালে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা;
২. বিনা অনুমতিতে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিতি;
৩. কর্তব্য পালনে অবহেলা বা উদাসীনতা;
৪. পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণ;
৫. অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির কোনো বৈধ ও যুক্তিসংগত নির্দেশ নিজে অথবা অন্যান্যদের সহযোগে অমান্য করা;
৬. কলেজের কোনো সম্পদ অপচয় করা বা কোনো প্রকার বৈধ ক্ষমতা ব্যতীত ব্যবহার করা;
৭. এমন কোনো কার্য যাহা শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা অথবা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করিতে পারে; উপর্যুক্ত কার্য কিংবা এইরূপ কার্য যাহা গভর্নিং বডি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কলেজের স্বার্থবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।
৮. কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ।
৯. কোনো ফৌজদারী/নৈতিক স্খলন/দুর্নীতির মামলায় কোনো শিক্ষক অভিযুক্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বরখাস্ত করিতে পারিবে। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বেতন-ভাতার অর্ধেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হইবেন। এম.পি.ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিগত মামলায় কোনো শিক্ষক আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত হইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়টি আইনানুগভাবে বিবেচনা করিবেন।

(খ) অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজের কোনো শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত বা অব্যাহতি প্রদানের পূর্বে অভিযুক্ত শিক্ষককে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিবার এবং বক্তব্য থাকিলে তাহা পেশ করিবার জন্য ন্যূনতম ০২(দুই) বার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে, বক্তব্য পেশ করিবার জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় দিতে হইবে।

(গ) তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইলে তাঁহাকে তাঁহার মূল বেতনের ৫০% অর্থ জীবন ধারণ ভাতা হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। উল্লেখ্য, কোনো শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করিলে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কার্যধারা সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি বিশেষ কোনো কারণে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কার্যধারা সম্পন্ন না করা যায় তাহা হইলে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষককে পূর্ণ বেতন প্রদান করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ঘ) পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক স্খলনের অভিযোগের বিষয়টি গভর্নিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করিতে হইবে।

তদন্ত কমিটির কাঠামো ঃ

১.	আহবায়ক জেলার যে কোনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি [সহযোগী অধ্যাপকের নীচে নহে এমন শিক্ষক; তবে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যাপক]	১ জন
২.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	১ জন
৩.	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার নীচে নহে এমন ব্যক্তি)	১ জন
৪.	কলেজ গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (তন্মধ্যে একজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষক প্রতিনিধি এবং অন্য একজন সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। তবে কোন অভিযোগকারী তদন্ত কমিটির সদস্য মনোনীত হইতে পারিবেন না)	২ জন

(ঙ) ১৭ (ঘ) ধারায় উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কাঠামো মোতাবেক গভর্নিং বডির সভায় তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটির আহ্বায়ক (জেলার যে কোনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অথবা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি) ও বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মতিপত্রসহ তদন্ত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রতিনিধির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করিয়া আবেদন করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি প্রাপ্তির পর তদন্ত কাজ সম্পন্নকরতঃ তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নিং বডির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনুমতি/নির্দেশনা প্রাপ্তির পরই সংশ্লিষ্ট কলেজ/প্রতিষ্ঠান অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে নির্দেশনা মোতাবেক চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(চ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষসহ যে কোনো শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দান, অপসারণ অথবা বরখাস্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

নোট ঃ বিশ্ববিদ্যালয় তৎকর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশ/নির্দেশনা অমান্য করিলে কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতির বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **শাস্তির প্রকারভেদ ঃ**

অপরাধের মাত্রা অনুসারে নিম্নের যে কোনো একটি বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে ঃ

(ক) তিরস্কার (খ) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি কর্তন অথবা বাতিলকরণ (গ) চাকুরী হইতে অপসারণ (ঘ) বরখাস্তকরণ এবং (ঙ) বাধ্যতামূলক অবসর (তবে এ ক্ষেত্রে চাকুরীর মেয়াদ নূন্যতম ২৫ বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে এবং অবসর পরবর্তী দেনা-পাওনা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে)।

১৯। **আপীল ঃ**

(ক) একজন অধ্যক্ষ গভর্নিং বডি কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের নিকট আপীল করিতে পারিবেন; তবে এই আপীল আবেদন দণ্ডপ্রাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে করিতে হইবে।

(খ) অধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক গভর্নিং বডি কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করিতে পারিবেন; এই আপীল আবেদন ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(গ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষসহ যে কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দান, অপসারণ অথবা বরখাস্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতির গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) সিন্ডিকেট অথবা ভাইস-চ্যান্সেলর যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

২০। **ছুটি অধিকার নয় ঃ**

কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ছুটি অর্জিত হইবে তবে ইহা কখনও অধিকার হিসাবে দাবী করা যাইবে না। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষকের ছুটির আবেদন মঞ্জুর, না-মঞ্জুর অথবা মঞ্জুরকৃত ছুটির আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২১। **দীর্ঘ অবকাশ ঃ**

দীর্ঘ অবকাশ কালে একজন শিক্ষক কর্তব্যরত হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, দীর্ঘ অবকাশের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অর্ধগড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন অথবা তিনি বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে থাকেন তবে দীর্ঘ অবকাশের সময় তাঁহাকে কর্তব্যরত হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।

২২। **ছুটি লাভের জন্য ন্যূনতম চাকুরী ঃ**

(ক) শিক্ষক হিসাবে ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) বৎসর কাজ না করিয়া থাকিলে কোন শিক্ষক নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতিরেকে অন্য ছুটির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না;

(খ) বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ক-উপধারায় বর্ণিত ২ (দুই) বৎসরে স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যক্ষ একজন শিক্ষককে অনধিক ১৫ (পনের) দিন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৩। **নৈমিত্তিক ছুটি ঃ**

একজন সরকারি কলেজের শিক্ষক যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি প্রাপ্য হন অদ্রুপ একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষকও ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি প্রাপ্য হইবেন। তবে নৈমিত্তিক ছুটি এক পঞ্জিকা বর্ষে ২০ (বিশ) দিনের অধিক হইবে না।

২৪। **অর্জিত ছুটি ঃ**

একজন সরকারি কলেজের শিক্ষক যে শর্তে যতদিন অর্জিত ছুটি পাইতে পারেন একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষকও সে শর্তে ততদিন অর্জিত ছুটি প্রাপ্য হইবেন।

২৫। **চিকিৎসা ছুটি ঃ**

(ক) একজন শিক্ষক পূর্ণ ১ (এক) বৎসর চাকুরীর জন্য ১০ (দশ) দিন চিকিৎসা ছুটি প্রাপ্য হইবেন;

(খ) একজন নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের নিকট হইতে প্রত্যয়ন ও সুপারিশ পত্র দাখিল সাপেক্ষে একজন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে একসঙ্গে অনধিক ৭ (সাত) দিনের ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসকের সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গভর্নিং বডি একজন শিক্ষককে পূর্ণগড় বেতনে অনধিক ১ (এক) মাস এবং অর্ধগড় বেতনে অনধিক ৩ (তিন) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি এই প্রকারের ছুটি শিক্ষকের পাওনা থাকে। যদি এই প্রকার ছুটি পাওনা না থাকে তবে গভর্নিং বডি যতদিন প্রয়োজন মনে করিবেন ততদিন বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৬। **ছুটির হিসাব ঃ**

কলেজের প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য আলাদা ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৭। **মাতৃত্বকালীন ছুটি ঃ**

একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর শিক্ষকতা করিলে একজন শিক্ষিকাকে পূর্ণ গড়বেতনে একসঙ্গে ৬ (ছয়) মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বমোট অনধিক ২ (দুই) বার এইরূপ মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। তবে চাকুরীকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ না হইলেও সমন্বয় করা সাপেক্ষে তাঁহাকে আগাম প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

২৮। **শিক্ষা ছুটি ঃ**

একজন শিক্ষক একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে বিরতিহীন ৩ (তিন) বৎসর শিক্ষকতা করিলে এবং তাঁহার পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে গভর্নিং বডি একজন শিক্ষককে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে :
তবে শর্ত থাকে যে -

(ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরীকালে এইরূপ ছুটি ৪ (চার) বৎসরের অধিক হইবে না।

(খ) এইরূপ শিক্ষা ছুটিতে থাকা কালে একজন শিক্ষক পূর্ণ গড় বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এই মর্মে লিখিতভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের পর সংশ্লিষ্ট কলেজে ন্যূনপক্ষে ৮ (আট) বৎসর চাকুরী করিবেন। অন্যথায় তিনি শিক্ষা ছুটিতে থাকা কালে বেতন হিসাবে গ্রহণ করা সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৯। **অসাধারণ ছুটি ঃ**

(ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরী কালে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের অসাধারণ ছুটি প্রাপ্য হইবেন। অসাধারণ ছুটির জন্য তিনি কোন প্রকার বেতন পাইবেন না এবং এইরূপ অসাধারণ ছুটি ভোগ করিলে ছুটি কাল তাঁহার চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে গণনা করা হইবে না।

(খ) সরকারি মনোনয়ন অথবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী গভর্নিং বডি ছুটির সময়সীমা শিথিল করিতে পারিবে।

৩০। **কর্তব্য ছুটি ঃ**

কলেজ একজন শিক্ষককে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্তব্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে ঃ

(ক) কোন শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা/গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার কর্তৃক গঠিত কোন সংস্থা, কমিটি অথবা একাডেমিক ইউনিটের সভায় যোগদান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কর্তৃক কলেজ শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স/প্রোগ্রামে যোগদান;

(গ) কোন আদালতে একজন জুরী হিসাবে অথবা সরকারি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া;

(ঘ) শিক্ষা বিভাগ অথবা কোন কলেজ অথবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা/শিক্ষক বিষয়ক সমিতির আমন্ত্রণে বক্তৃতা প্রদান।

৩১। **ভবিষ্যৎ তহবিল ঃ**

(ক) কলেজের প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষককে অংশীদারী (contributory) ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা দিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিমাসে তাঁহার বেতনের ১০% অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রদত্ত অর্থের সমান অর্থ তাঁহার অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করিবেন।

নোট ঃ শিক্ষকদের সুবিধার্থে এ ধারা অবশ্য চালু করিতে হইবে।

৩২। ভাতা ইত্যাদি ঃ

(ক) কলেজ শিক্ষকগণকে বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্তির সুবিধাদি কলেজের আর্থিক সঙ্গতি থাকা সাপেক্ষে প্রদান করিবে।

(খ) কলেজের অধ্যক্ষের জন্য বিনা ভাড়ায় আবাসনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৩৩। আনুতোষিক ঃ

(ক) প্রত্যেক কলেজ শিক্ষকদের কল্যাণার্থে আনুতোষিকের ব্যবস্থা থাকিবে।

(খ) একজন কলেজ শিক্ষক পদচ্যুত অথবা চাকুরী হইতে অপসারিত অথবা বরখাস্ত হইয়া না থাকিলে অসময়ে মৃত্যু, দুর্ঘটনা জনিত অক্ষমতা অথবা দীর্ঘস্থায়ী পীড়াজনিত কারণে অক্ষমতা অথবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে পদবিলুপ্তির জন্য চাকুরী হইতে অব্যাহতির কারণে নীচের (গ) উপধারা মোতাবেক আনুতোষিক পাইবেন।

(গ) ন্যূনপক্ষে পাঁচ (৫) বৎসর একটি কলেজে সন্তোষজনকভাবে চাকুরী সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করিলে অথবা চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার অথবা তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারকে ন্যূনপক্ষে তাঁহার সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতনের সমান ১ (এক) মাসের বেতন স্বীকৃত (কোয়ালিফাইং) চাকুরীকালের প্রতি বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা যাইবে।

৩৪। গোষ্ঠী বীমা ঃ

শিক্ষকবৃন্দের সুবিধার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠীবীমা প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইবে।

৩৫। **রেগুলেশনে নাই এমন বিষয়সমূহ ঃ**

এই রেগুলেশনে কোনো বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ না থাকিলে বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরে আনয়ন করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন ২০১৯ এর কতিপয় ধারা ও উপধারা সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তনের প্রস্তাবনা অনুমোদিত হইলে পূর্বের রেগুলেশনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(এই রেগুলেশন ১২/১০/২০২৩ তারিখে সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত এবং ১৪/১০/২০২৩ তারিখে সিনেট সভায় অনুসমর্থিত)